



345000 - “বনী আদম আমাকে কষ্ট দিয়ে...” শীর্ষক হাদিসি ও “ওহে বান্দারা, নশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে কষ্টকিরার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না...” শীর্ষক হাদিসিরে মাঝে সমন্বয়

প্রশ্ন

কভাবে আমরা হাদিসি কুদসি “ওহে বান্দারা, নশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে কষ্টকিরার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে আমার কষ্টকিরবে” এবং অন্য হাদিসি “বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে। আমিই সময়। আমার হাতইে নর্দিশে। আমিই রাতদিনেরে পরবির্তন ঘটাই।” এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আশা করি বিস্তারতি জবাব দবিনে; যাতে করে আমি ভালভাবে বুঝতে পারি এবং ইনশাআল্লাহ্ অন্যকে শখিতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসি; তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা বলনে: বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে। আমিই সময়। আমার হাতইে নর্দিশে। আমিই রাতদিনেরে পরবির্তন ঘটাই।” [সহি বুখারী (৪৮২৬) ও সহি মুসলমি (২২৪৬)]

এই হাদিসি আবু যার (রাঃ) এর হাদিসিরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। যাতে এসছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলা থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলনে: “...ওহে বান্দারা, নশ্চয় তোমরা আমার কষ্টকিরার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার কষ্টকিরবে এবং তোমরা আমার উপকার করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, উপকার করবে...” [সহি মুসলমি (২৫৭৭)]

সাংঘর্ষকি না হওয়া একাধকি দকি থেকে ফুটে উঠে:

প্রথম দকি:

কষ্টপ্রাপ্তি কষ্টগিরস্বত হওয়াকে অনবির্য করা এবং কষ্ট ও কষ্টরি মাঝে অবচ্ছিন্নতা: মানুষেরে কষ্টেরে প্রবল। যে মানুষেরে প্রকৃতি হচ্ছে দুর্বলতা ও কসুর। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা: তাঁর মত কোনে কচ্ছি নইে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:



“আল্লাহর কষ্ট মাখলুকরে কষ্টেরে অর্জতি কষ্ট শ্রণীয় নয়। যমেনভাবে তাঁর ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ মাখলুকরে (ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ) শ্রণীয় নয়”।[আস-সাওয়াকে আল-মুরসালা (৪/১৭৫১)]

সুতরাং এটি আল্লাহর ‘ক্রোধ’ গুণ এর মত। অন্যরে আচরণে মানুষেরে মধ্যে য়ে ক্রোধে জন্মে হতে পারে সটেই মানুষেরে কষ্ট করি; কনিতু আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন য়ে, য়ে ব্যক্তি আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে এটি তাঁর কোন কষ্ট করি না। যমেনভাবে আল্লাহ তাআলা কাফরে ও মুরতাদদেরে বিবরণ দতি গিয়ে বলেন: “এটা এজন্য য়ে, যা আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে তারা সটোর অনুসরণ করছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে তারা অপছন্দ করছে। তাই তনি তাদরে কর্মগুলো নষ্ফল করে দিয়েছেন।”[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:২৮]

তাদরে কুফরি ও মন্দ আমলেরে মাধ্যমে তারা আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করছে বটে; কনিতু তারা কখনও আল্লাহর কষ্ট করিতে পারবে না। য়েহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: “নশ্চয় যারা কুফরি করে ও আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) ফরিয়ে রাখে এবং নজিদেদেরে কাছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলেরে বরোধতি করে তারা আল্লাহর কোন কষ্ট করিতে পারবে না; বরং তনিই তাদরে কর্মসমূহ নষ্ফল করে দবেনে।”[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:৩২]

দ্বিতীয় দকি:

“কষ্ট”: কষ্টেরে বিষয়টি হালকা; কষ্ট কষ্টেরি পর্যায় পটেছে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

“খাত্তাবী ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন য়ে, বুৎপত্তগিত দকি থেকে ‘কষ্ট’-এর বিষয়টি হালকা এবং এর অকল্যাণ ও মন্দরে প্রভাব দুর্বল— এ ব্যাপারটি খয়ালে রাখা বাঞ্ছনীয়। তনি যা বলছেন বিষয়টি তমেনই। শব্দটির নানাবধি ব্যবহার সটেই প্রমাণ করে। এর উদাহরণ হছে আল্লাহর বাণীতে: “তারা কষ্ট দিয়ে ছাড়া তমোদেরে কোন কষ্ট করিতে পারবে না।”

এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন: “নশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে।” এবং তাঁর রাসূল তাঁর কাছ থেকে বরণনা করছেন য়ে, “বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ফাব বনি আশরাফরে জন্য কে আছ? নশ্চয় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।” তনি আরও বলেন: “কষ্টকর কিছু শুন ধৈর্য রাখার কষ্টেরে আল্লাহর চয়ে শ্রেষ্ট কয়ে তারা তাঁর সাথে সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাঁর জন্য সন্তান নির্ধারণ করে; অথচ তনি তাদরেকে সুস্থতা দিয়ে যাচ্ছেন এবং জীবিকা দিয়ে যাচ্ছেন।” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও বরণনা করেন: “ওহে বান্দারা, নশ্চয় তমোরা আমার কষ্ট করার পর্যায় পটেছেত পারবে না য়ে, আমার কষ্ট করবে।” আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবে বলেন: “যারা কুফরির দকিে ধাবতি হয় তারা যনে আপনাকে দুশ্চিন্তায় না ফলে। তারা আল্লাহর কোন কষ্ট করিতে পারবে না।”[সূরা আল-ইমরান; ৩:১৭৬]



অতএব তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মাখলুক কুফরী করার মাধ্যমে তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না; কিন্তু তাঁকে কষ্ট দাবে; যখন তারা পরিস্থিতি পরবর্তনকারীকে গালি দাবে, যখন তারা তাঁর জন্য সন্তান ও শরীক স্থাপন করবে কিংবা তারা তাঁর রাসূল ও মুমনিদেরকে কষ্ট দাবে।”[আস-সারমিল মাসলুল (২/১১৮-১১৯) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“কষ্ট ক্ষতিকি অনবিার্য করে না। মানুষ বশিরী কিছু শুনবে বা দেখবে কষ্ট পায়; কিন্তু এর দ্বারা সে ক্ষতগ্রস্ত হয় না। পয়গে ও রসুলের দুর্গন্ধে কষ্ট পায়; কিন্তু এর দ্বারা ক্ষতগ্রস্ত হয় না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কষ্ট সাব্যস্ত করছেন। তিনি বলেন: “নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তিও প্রস্তুত করে রেখেছেন।”[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭] হাদিসে কুদসীতে আছে: “বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়ে”। কিন্তু কুটে তার ক্ষতি করতে পারাকে তিনি নাকচ করছেন। তিনি বলেন: “নিশ্চয় তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না”। হাদিসে কুদসীতে এসেছে: “ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে” [আল-ক্বওলুল মুফদি (২/২৪১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ বনি আকীল (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে হাদিসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয়: আলহামদু লিল্লাহ; হাদিসদ্বয়ের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য নাই। কেননা কষ্ট ক্ষতির চেয়ে হালকা। তাছাড়া একটি অপরটিকে আবশ্যিক করে না। কুরআনে কারীমে কষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। যমেনটি আল্লাহর বাণীতে এসেছে: “নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন।”[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭]

অতএব, আল্লাহ তাআলা কষ্ট পান; যমেনটি হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে; যদিও বান্দারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যারা কুফরী দিকে ধাবিত হয় তারা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তায় না ফেলে। তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”[সূরা আল-ইমরান; ৩:১৭৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবাতে বলতেন: “আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অবাধ্য হবে সে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি ব্যতীত আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না”।[ফাতাওয়া ইবনে আকীল (২/২৭৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।